মেহেরপুরের রাধাকান্তপুরে কিশোরকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে মারধরের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলা রাধাকান্তপুর গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে জুনায়েদ আহম্মেদ লিখন (১৬) কে গভীর রাতে বাড়ি থেকে ডেকে এনে পিটিয়েছে একই গ্রামের মৃত সামসুল হোসেনের ছেলে জাহিদ (৩৫) সহ অনেকে । এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাতে রাধাকান্তপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। মারধরের শিকার জুনায়েদ হাসান লিখন বলেন, মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১১ টার দিকে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জালানার পাশে জাহিদ (৩৫) আমাকে ডাক দেয় বলে বাইরে আসো কথা আছে। আমি যখন বাইরে বাহির হয় তখন আমাকে বাড়ির পাশেই ভৈরব নদী সেখানে ডেকে নিয়ে যায়। ভৈরব নদীর ধারে পৌছালে পিছন থেকে কই এক জন এসে হাত, পা বেধে ফেলে এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালিসহ এলোপাতাড়ে ভাবে মারতে থাকে। আর আমাকে বলতে থাকে তোর বাবাকে ফোন কর ফোন করে ২ লক্ষ টাকা দিতে বল না হলে তোকে এখানেই মেরে ফেলবো। ওদের মার যখন সহ্য না করতে পারি তখন জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকি। আমার চিৎকারে আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকজন দ্রুত চলে আসতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আমাকে হাত, পা বাধা অবস্থাতেই ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

ঘটনা স্থলে স্থানীয়রা পৌছালে দ্রুত জুবায়ের আহম্মেদ লিখন কে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখন তিনি মেহেরপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসধীন অবস্থায় আছে।

স্থানীয় জানান, মৃত সামসুল হাসানের ছেলে জাহিদ হাসান কিছুদিন আগে বিদেশ থেকে বাড়িতে এসেছে। বিভিন্ন অনিয়মের সাথে জড়িয়ে পড়েছে, তাকে সবাই চেনে মাস্তান নামে। বিএনপি নেতা হিসেবেও এক সময় দাপুটে ছিল জাহিদ। ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামিলীগের সহ সভাপতির নাতি ছেলেকে এইভাবে অপহরণ করে নির্যাতন করায় নিন্দা জানিয়েছেন অনেকেই। এ ঘটনার সুষ্ঠ বিচারও দাবি করেছে এলাকাবাসী।

এ ঘটনায় আসামীপক্ষরা পলাতক রয়েছে। এ জন্য তাদের বক্তব্য নেওয়া যায়নি।
Attachments area

Reply
Forward

[redacted]

[redacted]

কাংখিত উন্নয়ন থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়েছেন। যে কাজটি দ্রুত ও সহজেই করা যেত সেটি পিছিয়ে গেছে।

এদিকে রায়ে অসন্তোস প্রকাশ করে বদিউজ্জামান বদির মেজো বোন অছিয়া খাতুন জানান, আমি ভাইকেও হারালাম, বিচারও পেলাম না। দির্ঘ ৮ বছর অপেক্ষা করেছি ভায় হারানোর বিচার পাবো বলে। কিন্তু হাতাশা নিয়ে ফিরতে হচ্ছে। আমার ভাই হত্যার বিচার আমি চাই।

মুজিবনগর সরস্বতী খালে মাছের পোনা অবমুক্ত করন

মুজিবনগরে সরস্বতী খালে মাছের পোনা অবমুক্তকরন করা হয়েছে।বৃহস্প্রতিবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে মুজিবনগর পিকনিক কর্নার সরস্বতী খালসহ কয়েকটি খালে মোট ৩৮৪ কেজি মাছ অবমুক্ত করন করা হয়। জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মাছের পোনা অবমুক্তকরনের উদ্বোধন করেন।

উপজেলা মৎস্য অফিসের আয়োজনে মাছ অবমুক্তকরন অনুষ্ঠানে এ সময় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাইফুদ্দিন ইয়া হিয়া, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. কাজী নজরুল ইসলাম, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ জেলা প্রশাসকের কার্যলয়ের ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার বাড়িতে বাড়িতে জ্বর

ও শ্বাসকষ্টের রোগী

নাসিমা বেগম ৫ দিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। জ্বরের সাথে ঠান্ডা-কাশি ও শ্বাসকষ্টও রয়েছে। বাড়িতে তার ছোট ছেলেও জ্বরে পড়েছে। কিন্ত তিনি কোন চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিতে যাননি। মোবাইলে গ্রাম্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ খাচ্ছেন। এখন কিছুটা ভাল বোধ করছেন।

নাসিমা বেগমের মত রহিদুল ইসলামও তিনদিন হচ্ছে জ্বরে পড়েছেন। তার প্রচন্ড ঠান্ডা ও কাশি রয়েছে। তিনিও চিকিৎসকের পরামর্শে বাড়িতে থেকেই ঔষধ খাচ্ছেন। এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। কেবল গলার স্বরটা ভেঙে গেছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, নাসিমা বেগম ও রহিদুল ইসলামের মত আলমডাঙ্গার প্রায় বাড়িতে বাড়িতে জ্বরে আক্রান্ত মানুষের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। এবং তাদের প্রায় সবাই বাড়িতে ঔষধ পথ্য খেয়েই সেরে উঠছেন। কেউ কেউ স্থানীয় হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তবে বেশীরভাগই করোনা হতে পারে এই ভয় থেকে বাড়িতে শুয়ে শুয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তারা হাসপাতালমুখি হচ্ছেন না।

এই জ্বরকে কোন মতেই বৈশ্বিক মহামারি করোনার সাথে মেলাতে রাজি হচ্ছেন না চিকিৎসকরা। তারা বলছেন, এটা ভাইরাল জ্বর। সাধারনত কিছু ঔষধ সেবনের মাধ্যমেই এই জ্বর-কাশি ও শ্বাসকষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। কাজেই এটাকে নিয়ে আতংকের কিছু নেই।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, এই সময় প্রতি বছরই মানুষ ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হন। এটার সাথে করোনাকে মিলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। কিছু ঔষধ সেবনের মাধ্যমে এই জ্বর ও শ্বাসকষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

[redacted]

[redacted]

“[redacted],[redacted] [redacted] [redacted] [redacted],[redacted] [redacted],[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]” [redacted] [redacted] [redacted]

কুষ্টিয়ায় জনপ্রিয় হচ্ছে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারে ধানের চারা রোপণ

কুষ্টিয়া অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ‘রাইস ট্রান্সপ্লান্টার’র মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ। এ যন্ত্র দিয়ে রোপণ করা হচ্ছে ধানের চারা। এতে সাশ্রয় হচ্ছে সময় ও অর্থের, কমছে উৎপাদন খরচ আর অধিক লাভবান হচ্ছেন চাষীরা। কৃষিবান্ধব এই যন্ত্রটির মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে বেশি জমিতে ধান রোপণ করা সম্ভব হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কুষ্টিয়ার চাষীরা ‘রাইস ট্রান্সপ্লান্টার’ যন্ত্রের মাধ্যমে ধান রোপণ করছেন এবং পাকা ধান কম্বাইন্ড হারভেস্টর দিয়ে কাটছেন। এতে অধিক লাভবান হচ্ছেন চাষীরা।

রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে একজন শ্রমিক দিনে ৩ থেকে ৪একর জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে পারেন। এতে সাশ্রয় হয় সময় ও অর্থের।

কৃষি বিভাগ সূত্র জানায়, এই যন্ত্র দিয়ে একসঙ্গে ৬ লাইনে ধানের চারা রোপণ করা যায়। ধানের চারা রোপণে যন্ত্রটি ব্যবহার করলে রোপণ খরচ ৫০ ভাগ কমানো সম্ভব। সনাতন পদ্ধতিতে এক বিঘা জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে কমপক্ষে চারজন শ্রমিককে কাজ করতে হয়। এতে খরচ হয় কমপক্ষে ২ হাজার থেকে ২৫শ টাকা। আর রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে এক বিঘা জমিতে ধান রোপণ করতে খরচ হয় ৫ শ থেকে ৭শ টাকা। এছাড়া রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে চারা রোপণ করলে লাইন সোজা হয়। ফলে পরবর্তীতে আগাছা দমন, সার ও কীটনাশক ছিটানো ও ধান কাটা সহজ হয়। এ পদ্ধতিতে কৃষকেরা অধিক লাভবান হচ্ছেন।

বুধবার বিকালে মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া ব্লকের গৌড়দহ গ্রামে কৃষক সুরমান আলীর জমিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের সাহায্যে ধানের চারা (বিআর২৩) রোপণ করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে এ রোপণ কাজের উদ্বোধন করেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস।

এ সময় উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ, এসএপিপিও মোঃ ফরহাদ শরীফ ও বারুইপাড়া ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি অফিসার মোঃ মাহিরুল ইসলাম, মোঃ গোলাম হোসেন এবং মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে রোপা আমন ধানের চারা রোপণ উদ্বোধনকালে ইউএনও লিংকন বিশ্বাস বলেন, সরকার কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। মেশিনের মাথ্যমে ধান রোপণ ও মাড়াই হলে চাষীরা অধিক লাভবান হবেন। আর মেশিন ক্রয়ে সরকার চাষীদের আর্থিক সহায়তা করছে।

তিনি কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষকের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিনামূল্যে ধানের চারা, সার, বীজ দিয়ে সহযোগিতা করছে। সরকার কৃষকের উৎপাদন খরচ কমাতে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করছে। আর এসব যন্ত্র ক্রয়ে সরকার কৃষককে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করছে। ফলে কৃষক অধিক লাভবান হচ্ছেন।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, আগামীর কৃষি মানেই যন্ত্রনির্ভর কৃষি। যন্ত্রের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণের ব্যবস্থা করেছি। এর মূল কারণ হচ্ছে অল্প সময়ে অধিক জমিতে চারা রোপণ করা। উৎপাদন খরচও কমে যাবে, কৃষক লাভবান হবে।

আরেক কৃষক পল্টু বিশ্বাস বলেন, সনাতন পদ্ধতিতে এক বিঘা (৩৩শতাংশ) জমির ধার রোপণ করতে আমাদের ২ হাজার থেকে ২৫শ টাকা খরচ হয়। আর রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে রোপণ করলে মাত্র ৫শ টাকা থেকে ৭টাকা খরচ হয়। মেশিন দিয়ে ধান রোপণ করলে আমাদের উৎপাদন খরচ কম হয়। কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করতে হলে সরকারকে আরও বেশি সহযোগিতা করার দাবি জানান তিনি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. শ্যামল কুমার বিশ্বাস বলেন, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে রোপা আমন ধান চাষ কুষ্টিয়ায় জনপ্রিয় হচ্ছে। চলতি মৌসুমে এই অঞ্চলে ১০০ হেক্টর জমিতে রাইস ট্রান্স প্লান্টার দিয়ে ধান রোপণ করতে সক্ষম হয়েছি। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি কৃষকের মাঝে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। রাইস ট্রান্স প্লান্টার মেশিন, কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন ক্রয়ে সরকার কৃষকদের সহযোগিতা করছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্যে দেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মাকসুদুর রহমান পাটোয়ারী, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ড. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার।

ভূমি সচিব বলেন, ভুমি অফিসে কোন দালাল থাকবে না। দালাল রোধে জন্য মোবাইল কোর্ট আছে। দালালের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেহেরপুরসহ সারাদেশের খতিয়ান আমরা অনলাইনে দিয়ে দিয়েছে। যাতে জমির মালিকরা যে কোন যায়গাতে বসেই তার জমির মালিকানা বুঝতে পারে। পরচা তুলতে আগে মিনিমাম সাত দিন লাগতো এখন সেটা একদিনেই সম্ভব।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য জেলা রাজস্ব নিয়ে আলোচনা করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইদুর রহমান, আরডিসি রাকিবুল ইসলাম, জেলা জজ কোটের জিপি শাজাহান আলী, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন কর্মকার, সদর এসি ল্যান্ড মো: মাইন উদ্দিন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ভ’মি সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

মেহেরপুরে নতুন ৫ জন করোনায় আক্রান্ত :: মোট ৫৭৩

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৭ জন, গাংনীতে ৪ জন এবং মুজিবনগরে ১জন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৭৩ জনে।

শনিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ২৪ টি রিপোটের মধ্যে ৫ টি পজিটিভ। এ

পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৭৪৭ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৭৭ (সদর-২৩, গাংনী- ৪২ , মুজিবনগর – ১২) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। তার মধ্যে সদরে ৭, গাংনী- ৫, মুজিবনগর - ১)। সুস্থ হয়েছেন ৪৪০ জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৪০ জনকে।

ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল

ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। চেষ্টা করেছিল জোর করে ডির্ভোজ নিতে। আমাকে ওরা নিবে না, ইচ্ছা থাকলেও আমি ফিরতে পারব না। আমি ওদের বিচার চাই। কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বেডে শুয়ে এ ভাবেই বলছিলেন স্বামী,শ্বাশুড়ী ও দেবরের নির্যাতনের শিকার আকলিমা খাতুন।

আকলিমা খাতুন (৩৫) মহেশপুর উপজেলার আলামপুর গ্রামের আফাজ উদ্দিনের মেয়ে। ২৩ বছর পূর্বে দর্শনার মিন্টু মিয়ার সঙ্গে তার বিয়ে হয় । সংসার জীবনে দুই ছেলে,স্বামী আর স্ত্রী মিলে তাদের সংসার । এ ছাড়া পরিবারে রয়েছে দেবর ও শ্বাশুড়ি। সংসারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে মিন্টু মিয়া পাড়ি জমায় মালয়েশিয়া। যাবার পর বেশ কিছু দিন ভালই মিলেমিশে চলছিল তাদের পরিবার।

এরপর শুরু হয় দেবর রাজন মিয়া, শ্বাশড়ি জুলেখা খাতুনের নির্যাতন। যা চলত প্রতিবেশী মেম্বর মানিক মিয়ার ইঙ্গিতে। গত কয়েক মাস পূর্বে মিন্টু মিয়া বাড়িতে ফিরে এসেছে। বিদেশ থেকে আসার পর দুই মাস ভাল ব্যবহার করেছিল। পরে দেবর,শ্বাশুড়ি ও মেম্বরের যুক্তি মত শুরু করে আকলিমার উপর নির্যাতন। হিসাব চাই বিদেশ থেকে পাঠানো টাকার। আকলিমা জানায় স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও সে বুঝতে চাই না।
গেল মঙ্গলবার বিকালে টাকার জন্য তারা আমাকে মারপিট করে। এরপর রাত ১ টার দিকে আমাকে ঘরে আটকে রেখে স্বামী, শ্বাশুড়ি, দেবর ও মেম্বর বের হয়ে আসে। চেষ্টা করে আমাকে মেরে ফেলার। তারা আবার আমাকে মারপিট করে। পরে আমার চিৎকারে এলাকাবাসি ছুটে আসে । খবর পেয়ে